তারিখ ... 04-DEC 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন বৃদ্ধি ও বিরোধী দলের আন্দোলন

এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কয়েকজন উপাচার্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র বেতন ও হলে সিট ভাড়া বৃদ্ধি করার কথা উল্লেখ করেছেন। মন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'মাত্র ১২ টাকা বেতনে বছরের পর বছর চলতে পারে না।' ২৮ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে '৯৫-'৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০১-২০০২ অর্থবছর পর্যন্ত ৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ মোট ৫১ কোটি ২৭ লাখ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাটতির পরিমাণ সবচাইতে বেশি অর্থাৎ ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বলে দেখানো হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মঞ্জুরী কমিশন এবং উপাচার্যবৃন্দ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঈদ উপলক্ষে বেতন পরিশোধ করার জন্য এডিবির সাহায্যপুষ্ট অর্থ ছাড় দেওয়ার বিশেষভাবে অনুরোধ করায় অর্থমন্ত্রী ৩ কোটি টাকা অবমুক্ত করার সম্মতি দিয়েছেন বলে জানা গেছে। আর্থিক সংকট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কতখানি প্রকট তা এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে। বস্তুত বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অপর সব ক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ ব্যয়ভার সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। ধারণা করা হচ্ছে যে, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯৮ ভাগ অর্থ সরকারের তহবিল থেকে বহন করতে হচ্ছে। ছাত্র বেতন এবং অন্যান্য আয়ের অংশ এতোই কম যে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক আয়-ব্যয়ে তেমন বড় ধরনের প্রভাব ফেলে না। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধির তাগিদ-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দেশে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে সকলকে গভীরভাবে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে।

বলে রাখা ভালো এ ধরনের দীর্ঘদিনের একটি জটিল সমস্যার সমাধান খুব সহজে হবার নয়। আবার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সংকট সমাধানে একপক্ষীয় কোন প্রেসক্রিপশনও আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এ বিতর্কে অন্ধভাবে কোনো পক্ষাবলম্বনও ঠিক নয়, সম্ভবও নয়। এ ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে বেতন বৃদ্ধি বা কোনো প্রকার ছাত্রবেতন বৃদ্ধি না করা এর কোনোটিই যুক্তিগ্রাহ্য অবস্থান হতে পারে না। সমস্যাটির গভীরতাকে উপলব্ধি করে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথে আমাদের অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। দীর্ঘদিনের স্থিতাবস্থা বজায় রেখে কতখানি চলা যাবে সেটিও বুঝতে হবে। এককথায় বলা যায়, সেটিও আর সম্ভব নয়। তা হলে উপায়? নিশ্চয়ই উপায় কিছু একটা বের করতে হবে যা থেকে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে প্রকৃত মেধাবী কেউ বঞ্চিত না হয়।

গত প্রায় একযুগ ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা ও উদ্যোগ চলে এসেছে। কয়েকবার কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির যে কোন উদ্যোগ ছাত্রছাত্রী, রাজনৈতিক দল এবং সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তের গোষ্ঠীভুক্তদের তুখোড় সমালোচনার মুখে পরিত্যক্ত হয়েছে কয়েকবারই। আবার দেশের অন্য যেকোনো শিক্ষা স্তরের চাইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন অবিশ্বাস্য ধরনের কম– এমন অভিযোগ এবং সমালোচনাও বেশ জোরালো– সেটিও সকলে স্বীকার করেন এবং মানেন। সুতরাং ছাত্রবেতন বৃদ্ধির পক্ষে-বিপক্ষে আমাদের অবস্থান দারুণভাবে দ্বিধাবিভক্ত। এখানে ব্যাপক সংখ্যক মধ্যবিত্তের ধারণা উচ্চশিক্ষার সিংহভাগই রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে, নতুবা মধ্যবিত্তের সন্তানরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের কাছে সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর্স ফি ও অন্যান্য খরচের যে ধারণা সঞ্চিত হচ্ছে তাতে তারা অনেকটাই শংকিত এ কারণে যে, অতো অর্থ খরচ করে সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার সাধ্য তাদের অনেকেরই নেই। আবার দেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার ব্যয়ভারও যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা প্রায় খুবই কম। এ ধরনের অবস্থা ও ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই স্বস্তিদায়ক বা যুক্তিগ্রাহ্য হচ্ছে না। ফলে এ ধরনের আপাতবিরোধী অবস্থাতো এখানে বিরাজ করছে– এতে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে এ ধরনের জটিল বহুমুখী সমস্যা আমাদের কম নয়। যেমন, পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র এই দেশেরই হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে বিপুল অর্থ ব্যয়ে লেখাপড়া করছে। বাংলাদেশেও এ মুহূর্তে ব্যাপক চাহিদার কারণেই ৪০টির মতো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, এগুলোতে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রচুর অর্থ ব্যয় করে লেখাপড়া করছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাসে মাত্র ১২ টাকা করে ছাত্র বেতন হলেও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে টিউশনিসহ বিভিন্নভাবে অর্থোপার্জনে ব্যস্ত থাকতে হয়, আবার প্রচুর টাকা-পয়সা দৈনন্দিন জীবনে এমনি খরচ করেও থাকে বেশকিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মূলতঃ বিত্তবান ঘরের ছেলে-মেয়েরা পড়তে পারে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা এ ক্ষেত্রে অনেকটা ভিন্নতর। এখানে অঢেল বিত্তবান ঘরের ছেলে-মেয়েরা যেমন লেখাপড়া করছে, তেমনি বিত্তহীন ঘরের কিন্তু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরও পদচারণা একেবারে বিরল নয়। তবে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা এখনো এগুলোতে অপেক্ষাকৃত বেশি বলেই আমাদের ধারণা। সমাজের পিছিয়ে পড়া এই তিনটি স্তর (বিত্তহীন অথচ মেধাবী, নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্ত)-এর ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ করে আগামীদিনের বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষা, মেধা ও সৃজনশীলতায় কতখানি দাঁড়াতে পারবে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে, কিংবা বিভিন্ন পেশা ও বিত্তের সঞ্চালন ঘটাতে পারবে, সমাজের প্রবহমানতাকে সচল রাখতে পারবে, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখার বিষয়। খুব রূঢ়ভাবে বললে অবশ্যই বলতে হবে যে, দেশের মধ্য ও উচ্চবিত্তের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে হলে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এ সব বাস্তবতাকে বিবেচনা রাখাও বাংলাদেশের

• • •

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বেতন খাতকে স্পর্শ না করেও অন্য খা কিছুকিছু ফি প্রবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় কিছুটা হলেও বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এসব আয় বৃদ্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয়ে তেমন বড় ধরনের কোনো ভূমিকা রাখার মতো নয়। ছাত্র বেত খাতকে স্পর্শ করার উদ্যোগ করা হলেই ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলো তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার চেষ্টা করে। মধ্যবিত্তের মানসিকতাকে পুঁজি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাংচুর, আন্দোলন ইত্যাদি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়ে থাকে রাজনৈতিক দল থেকে।

• • •

সমাজের জন্য কম জরুরী নয়, কম গুরুত্বপূর্ণও নয়।

আমাদের দেশে লোকসংখ্যা ১৪ কোটি ছাড়িয়ে গেলেও সেই তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চ শিক্ষালাভের প্রতিষ্ঠান কিন্তু খুব বেশি নয়। পাকিস্তান, ভারত বা শ্রীলঙ্কার তুলনায় আমরা এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি। ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লক্ষের চাইতে বেশি নয়। এই ১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্য থেকে বছরে সর্বোচ্চ ২০ হাজার জন মাত্র উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে বের হতে পারে। এতোসব গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় পেশায় আমরা যে ২০ হাজার জন উচ্চতর ডিগ্রি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতি বছর লাভ করি– এদের বড় অংশই আসছে সমাজের মধ্যবিত্ত এবং অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে। হ্যাঁ, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবার থেকেও উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ছাত্রছাত্রী আসে এবং তারাও যুক্ত হয় মোট সংখ্যা ও ধারার সঙ্গে। তবে স্বীকার করতেই হবে এখনো বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই বিত্তনির্বিশেষে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরই সমাবেশ বেশি ঘটে। বিদেশে যারা সন্তান পাঠাতে চান না, পারেন না এমন বিত্তবান থেকে শুরু করে একেবারে বিত্তহীনদের প্র চয়েস কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিই। লাইব্রে ছাত্রাবাস, শ্রেণীকক্ষ, ইন্টারনিশীপ ল্যাব, শিক্ষক ইত্যাদি সুযে সুবিধার কথা বিবেচনা করলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলে অগ্রগামী। পৃথিবীর উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের উচ্চ শিক্ষ মান হয়তো ভালো না, কিংবা সেই পর্যায়ে আমরা যেতে পা না, কিন্তু দেশে এর চাইতে ভালোতো আর কিছু কোথাও গ উঠছে না, সে রকম আয়োজন, ব্যবস্থাও নেই। এমনকি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয় সেগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ-সুবি এখনও গড়েই উঠেনি। এ পর্যন্ত হাতে গোনা ২/৩টি বেসরক বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য অর্জন করে বাকিগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় ধারণা নিয়ে দাঁড়াতে হলে এখ অনেক কিছু করতে হবে, চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। সুত আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ কতখ সীমিত এবং সমস্যা সংকুল তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

হ্যাঁ, কথা উঠেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র বেত হলে সিট ভাড়াসহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠার পর ছাত্রবেতন পঞ্চাশের দশকে এসে যেখানে ি হয়েছিল অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র বেতন নির্ধারণে এটিবে অনুসরণ করে এসেছে। ১৯৫০ এবং ৬০ এর দশকে ১২ টাক মূল্যমান তৎকালীন বাজারদর হিসেবে চিন্তা করলে এক যুক্তিসঙ্গত স্তরে ছিল। ষাটের দশক থেকে ছাত্র রাজনী আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার কর